১৬-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- অন্যকে বোঝানোর সেবা করতে থাকো, জ্ঞান ধনের দান করো তাহলেই অপার খুশী থাকবে, সকলের আশীর্বাদ পাবে, বাবার স্মরণ বিস্মৃত হবে না"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, বাবা তোমাদের রুহানী ড্রিল কেন শেখান ?

উত্তর :- পালোয়ান বানানোর জন্য । যত তোমরা বাবার স্মরণে থাকো, পড়াতে মন দাও ততই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসতে থাকে । এই শক্তিতেই তোমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে নাও । তোমরা কোনো স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি চালাও না । তোমরা স্বদর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার গলা কেটে দাও -- এ হলো অহিংসক যুদ্ধ ।

গীত :- ছোটোবেলার দিন ভুলে যেও না ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝবে । বাবা করণ - করাবনহার, তাই না ! তাই এমন - এমন গানও বাবা বাচ্চাদের জন্য বানিয়েছেন । বাবা বাচ্চাদের বলেন, বেহদের মাতা - পিতার সন্তান হয়ে আবার তাদের ভুলে যেও না । এ হলো অনেক বড় স্মরণ । তোমরা স্মরণ করতেই থাকবে । যখন মাতা - পিতা বলো, তখন সেই পিতার স্মরণ তো অবশ্যই করতে হবে । মাতা - পিতার স্মরণ তো প্রথমে হয় তারপর আশীর্বাদী বর্সার জন্য বাবাকে মনে রাখতেও হয় । বলা হয়, দৈবী সার্বভৌম রাজ্য তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বিশ্বের রচয়িতা, তাহলে অবশ্যই তিনি নতুন দুনিয়া স্বর্গেরই রচনা করবেন । বাবা কখনোই এমন বলবেন না যে আমি পুরানো ঘর বানাই । সবসময় তিনি নতুন ঘরই বানান । পুরানো বানাবার কথা কখনোই বলা নেই । বেহদের বাবাও নতুন দুনিয়ারই রচনা করেন । এখন বাচ্চারা জানে আমরা মাতা - পিতার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুযায়ী চলছি । এ হলো বুদ্ধির যাত্রা । ওই শরীরের যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর করে এসেছি আর মুহূর্তে মুহূর্তেই তা করি । এই রুহানী যাত্রা কিন্তু একবারই হয় । তাই যাত্রীরা পান্ডাকে কখনোই ভুলতে পারে না অথবা বাচ্চারা মাতা - পিতাকে কখনোই ভুলতে পারে না । তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা, সুপ্রীম পান্ডা হলেন শিব বাবা । তোমরা হলে তাঁর সন্তান । মানুষ যখন বদ্রীনাথ বা অমরনাথে যায় তখন বুদ্ধিতে সেই যাত্রার স্মরণ থাকে । বিলেত থেকে ফিরলে যেমন নিজের জন্মস্থানকে মনে পড়ে । তারা সুখী হয় যে আমরা ঘরে ফিরছি । তোমরা বাচ্চারাও জানো যে, আমরা বেহদের ঘর সুইট হোমে যাচ্ছি । অবশ্যই তোমাদের বিকর্মাজিত হতে হবে । এই বাবা এসেই সব শেখান । বলা হয়, স্মরণ বা যোগ ছাড়া তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না । যোগের মহিমা অনেক । প্রাচীন ভারতের যোগের গায়ন আছে, এ পুরানোর থেকেও পুরানো । সত্য যুগ হলো নতুন দুনিয়া । তাই এই সময়ে তিনি সেই পুরানো যোগ শেখান । এই যোগের অনেক মহিমা । বাবা এই যোগ শিখিয়ে চলে যান, পরে আবার ভক্তিমার্গ শুরু হবে । তোমরা বলবে এই প্রাচীন যোগ মানুষ মানুষকে কখনো শেখাতে পারে না । আর সমস্ত অনেক প্রকারের যে যোগ আছে তা মানুষ মানুষকে শেখায় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সকলের প্রকৃত বাবা হলেন একজন, আর সকলের মা হলেন জগদম্বা । এমনিতে তো "ফাদার" সবাইকেই বলে থাকে । মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানকেও ফাদার বলা হয় । এমন তো অনেকেই হয় কিন্তু গড ফাদার হলেন একজন । তিনি হলেন রচয়িতা । সৃষ্টিও একই । এমন নয় যে, নীচে বা ওপরে কোথাও সৃষ্টি আছে ।

মানুষ কতো চেষ্টা করে যে চন্দ্র বা অন্য গ্রহে গিয়ে জমি কেনে । যখন অতি অবস্থায় যায়, তখন বিনাশ হয়ে যায় । যতই মাথা ঠোকো না কেন ।

বাবা এখন বলছেন, প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা ছেলেবেলার কথা ভুলে যেও না । এখানে তো প্রথমে বাবার বাচ্চা হয় । সেই বাবাই আবার শিক্ষক হন । এক বাবাই দেন আশীর্বাদী বর্সা । সন্ন্যাসীদের তো মাতা - পিতা নেই তাই তাঁরা সম্পত্তি পায় না । লৌকিক বাবার থেকে তো সবাই সম্পত্তি পায় । পারলৌকিক বাবা হলেন একজন । তাঁকে বলা হয় রচয়িতা । বাবা বলেন, আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । মানুষ আমার মহিমাও করে । আমি সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ । তোমরা এ তো বোঝো যে বাবার মহিমা আলাদা, আর কারোর এমন মহিমা করা হয় না । এই বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী - নারায়ণের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা । তাঁদের মহিমা হিসেবে গাওয়া হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন, অহিংসা পরম ধর্ম, মর্যাদা পুরুষোত্তম । প্রথম নম্বরে হলো স্বর্গের মহারাজা - মহারাণীর মহিমা । সেই রাজ্যই হলো এমন । যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা । সেখানে দুঃখের কোনো নামই থাকে না । প্রজাদেরও কোনো দুঃখ থাকে না । এমন দুনিয়া তো অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাই রচনা করেন । তাঁকে বলাও হয় হেভেনলি গড ফাদার । যদিও ইংরেজরা প্রায়ই বলে থাকে হেভেন কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, স্বর্গ কেমন হয় । এই ভারতই স্বর্গ ছিলো । ভারতের অনেক বড় মহিমা । তোমাদের শত্রু হলো রাবণ । তোমাদের এই বেহদের রাজ্য হারিয়ে ফেলার মূলে এই মায়া হলো শত্রু । অর্ধ কল্প ধরে তোমরা এই রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছো । হারাতে হারাতে তোমরা সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছো । আবার তোমরাই রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো । তোমাদেরই হিরো - হিরোইন বলা হবে । এক হিরো - হিরোইন, তারপর তাঁদের বংশাবলী, তোমরা সকলেই হিরো - হিরোইন হও অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে তোমরাই বিজয় প্রাপ্ত করো । তোমরা এই সময় হিরো - হিরোইনের অভিনয় করছো । সমগ্র বিশ্বে বাবা তোমাদের হিরো হিরোইনের টাইটেল দেওয়াচ্ছেন । তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা L তোমরা জানো যে, আমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গ তৈরী করি, তারপর সেই স্বর্গে আমরাই রাজত্ব করবো । কিন্তু মায়া এমনই যে, সব ভুলিয়ে দেয় । যেমন এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পাওয়া যায় তেমনি মায়াও এক সেকেণ্ডেই সব ভুলিয়ে দেয় । জীবনমুক্তিকে বাতিল করে এক সেকেন্ডেই মৃত্যুবরণ করে । বাবা তো বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা, জীবনের এই পথ পরিক্রমা অনেক লম্বা । সবসময় বাবাকে স্মরণ করলে অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । যেই মাতা - পিতার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় তাঁর থেকে যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে সেই নরকে চলে যায় । বাচ্চারা লক্ষ্ণৌতে ভুল ভুলাইয়া দেখেছে, ভিতরে গেলে মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । এও ঠিক এমনই । বাবা আর বাবার ঘরকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানুষ ধাক্কা খেতে আর মাথা ঠুকতে থাকে । রাস্তা যিনি দেখান, তিনি তো উপরে রয়েছেন ।

বাবা বলেন যে, তোমরা এখন শ্রীমতে চলে মায়াকে জয় করার পুরুষার্থ করছো । এমন নয় যে আজ মাতা - পিতা বলে কাল তাঁদের ভুলে গেলে । এখানে তো অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একের সাথে জুড়তে হবে । ভক্তিমার্গে গাওয়াও হয় ---- আমি বলিহারি (সমর্পিত হব) যাবো -- সব সমর্পণ করবো -- কিন্তু নাম নেয় কৃষ্ণের । বাস্তবে কৃষ্ণের কোনো কথা নেই । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র শিবকে বলা হয় । এমন সামান্য কথাও মানুষ বুঝতে পারে না । বাবা অনেক গীতা পড়েছিলেন । কিন্তু প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতেন না । এখন বোঝেন যে তাতে তো ভগবান উবাচঃ লেখা আছে । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয় । মানুষ এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞকে কৃষ্ণ যজ্ঞ বলে দেয় । রুদ্রও কৃষ্ণের অবতার, এই কথা বলে এই বিষয় উড়িয়ে দেয় । এখন বাবা বলেন, আমি

তোমাদের রাজযোগ শেখাই তাহলে অবশ্যই রাজত্ব করার জন্য নতুন সৃষ্টি চাই । দীপাবলীর সময় লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয় তো মানুষ কতো পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন করে । সে হলো ভক্তিমার্গের রীতি নিয়ম । এখানে তো তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও, তাহলে অবশ্যই নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন । এই কারণেই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয় । গীতায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে লেখা আছে --- রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো । বাবা হলেন বেহদের সৃষ্টির রচয়িতা । তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবা, আমাকে ভুলে যেও না । আজ তোমরা হাসো, কাল বাবাকে ভুলে গেলেই সব শেষ । তখন এমন কাঁদতে হবে যে কখনো এমন কাঁদো নি । বাদশাহী হারিয়ে ফেলবে, অনেক বড় ক্ষতি হয়েও যাবে । যাদের ক্ষতি হয়ে যায়, এমন মানুষদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় । তাই বাবা বলেন যে, পারলৌকিক বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে ভুলে যেও না । অন্যকে বোঝানোর সেবাও করতে থাকো । সেবায় ব্যস্ত থাকলে তোমরা ভুলে যাবে না । ধন দিলে ধন নষ্ট হয় না, যত দান করবে ততই খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । অন্যদের আশীর্বাদ তোমাদের মাথার উপর থাকবে । তোমরা বলবে, এমন পান্ডার কাছে তো বলিহারি যাবো, যিনি আমাদের স্বর্গের রাস্তা বলে দিয়েছেন । এখানে প্রত্যক্ষ ভাবে বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় । বাবা বলেন, আমিই তো তোমাদের সাদাকালের জন্য বেহদের শান্তির দান করি । আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যাতে কখনোই দুঃখ, অশান্তি হতে পারে না । কর্মের গতি বড়ই গভীর । বাবা বলেন, আমি তোমাদের কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে বলি । সত্যযুগের কর্ম বিকর্ম হয় না, সেখানে কর্ম অকর্ম হয় কেননা সেখানে মায়া থাকে না । এখন তো মায়ার রাজ্য তাই কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । এখন তোমরা ড্রিল শিখছো এবং পালোয়ান তৈরী হচ্ছো । এই পড়া তো তোমাদের অন্তিম সময় পর্যন্ত পড়তে হবে । যত পড়বে ততই শক্তি পেতে থাকবে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকবে । প্রত্যেক মত এবং পথ হিসেবে প্রথমে একজন আসেন তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে । আজকাল তো দুনিয়ায় অন্ধশ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে, এখানে তো পড়া, এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । ওরা এক বক্তৃতাতেই কতো মানুষকে বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান বানিয়ে দেয় । পাদ্রিরাও অনেক বক্তৃতা দেয়, তখন অনেকেই খৃষ্টান হয়ে যায় । এখানে এমন কথা নেই । এখানে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, একে বলা হয় যুদ্ধস্থল । ভগবান এসে থোড়াই হিংসা শেখাবেন । বলা হয়, অহিংসার বল চাই । কিন্তু হিংসক মানুষ কখনোই অহিংসা শেখাতে পারে না । এখন তোমরা জানো, আমরা বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করছি । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । মালা ঘুরিয়ে মানুষ রাম রাম বলতে থাকে । ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত ১৬ হাজার ১০৮ প্রিন্স প্রিন্সেস হয়ে যায় । এরমধ্যে আটজন হলেন মুখ্য । আট রত্নের অনেক মহিমা । মানুষ থোড়াই বুঝবে যে এর রহস্য কি । আটজন তো পাস উইথ অনার হয়, একদম সাজা খায় না । বাকি একশো তো অল্পস্বল্প সাজা ভোগ করে । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । ও রাতের পথিক । এখন আমরা রাতকে ক্রস করে দিনে যাচ্ছি । বাবাও এই সঙ্গমেই আসেন । অর্ধেক কল্পের রাত সম্পূর্ণ হলেই বাবা আসেন এই কারণেই শিবরাত্রি বলা হয় । তোমরা ছাড়া শিববাবার জন্মপত্রী আর কেউই বলতে পারে না । ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিনের বেহদের গায়ন আছে । ঘোর অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল প্রভাত হয় । বাবা অন্তিম সময়ে আসেন যখন রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন আসে । তাহলে এ হলো ব্রহ্মার বেহদের রাত । এ তো বোঝার মতো কথা । বাবা নিজেই বলেন, আমি সাধারণের শরীরে প্রবেশ করি । ইনি এনার নিজের জন্মকে জানেন না, আমি বলে দিই যে ব্রহ্মা আর বি.কে দের এতো জন্ম হয়েছে । এইসব কথা আগের কল্পে যারা এসেছিলো তারাই বুঝতে পারবে । আমরা এখন বাবাকে জেনে আস্তিক হয়েছি । আমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিই ।

আত্মাদের বাবা হলেন একজন । ব্রহ্মাও শিব বাবার সন্তান । তিনি তো দত্তক নেন । তিনি নিজেই বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । আর কেউই এমন কথা বলতে পারবে না । বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, বাবাকে কখনো ভুলে যেও না । ভুলে গেলে স্বর্গের বর্সা হারিয়ে ফেলবে তখন তোমাদের কাঁদতে হবে । এ হলো কল্প - কল্পের বাজী । কল্প - কল্প তোমরা এমন করতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জীবনের লম্বা পথপরিক্রমাতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । মাতা - পিতার থেকে কখনোই মুখ ফিরিয়ে নিও না । অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার কাছে বলিহারি যেতে হবে ।

২) সুইট হোমে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই বিকর্মজিত হতে হবে । শ্রীমত অনুযায়ী বুদ্ধির যাত্রা করতে হবে ।

বরদান :- সাক্ষীভাবের স্থিতির দ্বারা হিরো পার্ট পালন করে সহজ পুরুষার্থী হও ।

সাক্ষী ভাবের স্থিতি এই ড্রামায় হিরো পার্ট করাতে সহযোগী হয় । যদি সাক্ষী ভাব না থাকে তাহলে হিরোর অভিনয় করতে পারবে না । সাক্ষীভাবের অর্থ হলো দেহ থেকে পৃথক, আত্মা যেন মালিক ভাবের স্থিতিতে স্থিত থাকে । দেহে থেকে সাক্ষী অর্থাৎ মালিক । এই দেহে থেকে কর্ম করাচ্ছি ---- -এমন স্থিতিই সহজ পুরুষার্থের অনুভব করায় কেননা এই স্থিতিতে কোনো প্রকারের বিঘ্ন বা সমস্যা আসে না, এই হলো মূল অভ্যাস । এই অভ্যাসেই অবশেষে বিজয়ী হবে ।

স্লোগান :- ফরিস্তা হতে হলে নিজের সমস্ত সম্বন্ধ এক প্রভুর সাথে জুড়ে দাও ।